বাক্য

মাংসে

মূর্ত্তিমান

মসীহি-তত্ত্ব
বিষয়ক
লিগনিয়্যার
বিশ্বাস-সূত্র

বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান

মসীহি-তত্ত্ব
বিষয়ক
লিগনিয়্যার
বিশ্বাস-সূত্র

লিগনিয়্যার মিনিস্ট্রিজ

বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান: মসীহি-তত্ত্ব বিষয়ক লিগনিয়্যার বিশ্বাস-সূত্র
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬ লিগনিয়্যার মিনিষ্ট্রিজ
দ্বিতীয় সংস্করণ
লিগনিয়্যার মিনিষ্ট্রিজ দ্বারা প্রকাশিত
421 Ligonier Court, Sanford, FL 32771
Ligonier.org | ChristologyStatement.com
আইএসবিএন: 9781642894905

ঈসা মসীহ্ কে? অধিকাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিই ঈসা সম্পর্কে কিছু না কিছু মতামত প্রকাশ করে থাকেন। এই মতামতগুলোর কোন কোনটি অলীক, অজ্ঞাত বা নিকৃষ্টতম ধর্ম-ভ্রষ্টতার শামিল। ঈসা বিষয়ক সত্যতা কেবলই সামান্য কোন মতামত নয়, গুরুত্বপূর্ণ বটে, ... বস্তুত এর গুরুত্ব অনন্তকালীন।

যারা খ্রিষ্টান নাম বহন করে, তারা মসিহের শিষ্যগণের মত তাঁকে অনুসরণ করতে চান। তারা মসীহি-তত্ত্ব - মসীহ্ সম্পর্কিত মতবাদকে - ধারণ করেন যা মসীহ্ সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রতিফলিত করে। এই মসীহি-তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে পারে। এটি কিতাবের উপরে বাইবেল-ভিত্তিক প্রত্যাদেশের গভীরতা এবং ঐতিহাসিক মসীহি প্রতিফলন প্রকাশ করতে পারে, অথবা এটি উপন্যাস হতে পারে এবং আল্লাহর

বাক্যের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে। এতে মনে হতে পারে যেন প্রকাশিত কোন খ্রিষ্টান মসীহি-তত্ত্বে দুর্বল নন।

যেহেতু মসীহকে অনুসরণ করা খ্রিষ্টানত্বের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু মণ্ডলী শত শত বছর যাবৎ, আমাদের কল্পনাপ্রসূত মসীহকে নয়, কিন্তু ইতিহাস ও কিতাবের মসীহ্কে ঘোষণায় শ্রম দিয়েছে। নাইসীয় বিশ্বাস-সূত্র, স্যালসেডোনীয় রূপরেখা, হিডেলবার্গ ক্যাটেকিজম, এবং ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন-এর মত বিশ্বাসের ঐতিহাসিক বিবৃতিগুলোতে, খ্রিষ্টানরা মসিহের উপরে বাইবেল-ভিত্তিক শিক্ষা ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমানে, এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো প্রায়শই উপেক্ষিত ও ভুলভাবে বুঝা হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে মসীহের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে ব্যাপক-বিস্তৃত বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। মসীহের গৌরবার্থে এবং তাঁর লোকদের আত্মিক শুদ্ধিকরণ কল্পে, মসীহি-তত্ত্ব সম্পর্কিত লিগনিয়্যার বিবৃতি ঐতিহাসিক, মূলধারার, মসীহি মণ্ডলীর বাইবেল-ভিত্তিক মসীহি-তত্ত্বকেএমন রূপে সুরক্ষিত করেছে, যেন তা সহজে স্বীকার্য হয়, মণ্ডলীর ধৈর্যশীল শিক্ষাদানে সহায়তার উপযুক্ত হয়, এবং এমন এক সাধারণ স্বীকারোক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম যাকে ঘিরে বিভিন্ন মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গ মিশন-কাজে একসাথে অগ্রসর হতে পারে। এই বিবৃতি মণ্ডলীর ঐতিহাসিক বিশ্বাস-সূত্র ও স্বীকারোক্তির স্থলাভিষিক্ত নয়, বরং পরিপূরক যা মসিহ কে এবং তিনি কি করেছেন সে বিষয়ে তাদের সম্মিলিত শিক্ষাকে ফুটিয়ে তোলে। মসীহ্ তাঁর রাজ্যের প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করুন।

মাংসে-মূর্ত্তিমান আল্লাহর পুত্র, আমাদের নবি, ইমাম ও বাদশাহের নামে।

আর সি স্প্রাউল
স্প্রিং ২০১৬

আমরা স্বীকার করি আল্লাহ্‌র মাংসে মূর্ত্তমান হওয়ার
রহস্য এবং বিস্ময়
এবং আমরা আনন্দ বোধ করি আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের মাধ্যমে
আমাদের মহৎ নাজাতে।

পিতা ও পাক-রূহের সঙ্গে,
পুত্র সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করলেন,
সমস্ত কিছুকেই স্থির রাখেন,
এবং সমস্ত কিছুকে নতুন করে তোলেন।
সত্যিকার আল্লাহ্‌ হয়েও,
তিনি সত্যিকার মানুষ হলেন,
একই ব্যক্তিতে দু' স্বভাব-বিশিষ্ট হলেন।

তিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন
এবং আমাদের মাঝে বাস করলেন।
ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও কবরস্থ হলেন,
তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন,
বেহেশতে আরোহণ করলেন,
এবং স্ব-গৌরবে ও বিচার করতে
আবার আসবেন।

আমাদের জন্য,
তিনি ব্যবস্থা পালন করলেন,
গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হলেন,
এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ শান্ত করলেন।
তিনি আমাদের নোংরা বস্ত্র খুলে নিলেন,
এবং আমাদেরকে তাঁর
ধার্মিকতার রজ্জু পরালেন।

তিনিই আমাদের নবি, ইমাম ও বাদশাহ্‌,
তাঁর মণ্ডলী গেঁথে তুলছেন,
আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করছেন,
এবং সমস্ত কিছুর উপরে রাজত্ব করছেন।

ঈসা মসীহ্‌ প্রভু;
আমরা চিরকাল তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করি।

আমিন।

ঘোষণা
ও
প্রত্যাখান

কিতাবের
প্রমাণসহ

অনুচ্ছেদ ১ আমরা ঘোষণা করছি যে, ঈসা ইতিহাসে মাংসে মূর্ত্তিমান হওয়া আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পুত্র, পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি খ্রিষ্ট, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌।[১]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, ঈসা মসীহ্‌ কেবলই মানুষ বা প্রাথমিক মসীহি মণ্ডলীর এক কাল্পনিক সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ ২ আমরা ঘোষণা করছি যে, ত্রিত্ব-আল্লাহ্‌র ঐক্যের মধ্যে অনন্তকালীন একজাত পুত্র, পিতা ও পাক-রূহের সঙ্গে সম-সত্ত্বাবান, পরস্পর-সমান ও সহ-চিরন্তন।[২]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, পুত্র কেবল সামান্য অর্থে আল্লাহ্‌র মতই, অথবা তিনি কেবল সরল অর্থে পিতা কর্তৃক তাঁর পুত্র হিসেবে দত্তককৃত। আমরা প্রত্যাখান করি যে, অস্তিত্বশীল ত্রিত্বে পিতার কাছে পুত্রের অনন্তকালীন অধীনতা।

অনুচ্ছেদ ৩ আমরা ঘোষণা করছি যে, নাইসীয় ও স্যালসেডোনীয় বিশ্বাস-সূত্র অনুসারে, ঈসা মসীহ্‌ সত্যিকার আল্লাহ্‌ এবং সত্যিকার মানুষ উভয়ই, এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টো স্বভাব চিরকালের তরে সংযুক্ত।[৩]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, পুত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাখান করি এমন কোন সময়কে যখন পুত্র আল্লাহ ছিলেন না। আমরা প্রত্যাখান করি যে ইতিহাসে পুত্রের মাংসে মূর্ত্তিমানের পূর্বে ঈসা মসীহের মানব দেহ ও আত্মা বিদ্যমান ছিল।

---

১. আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য আল্লাহ্‌ ছিলেন...সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন। আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা হতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ (ইউহোন্না ১:১,১৪)। জবুর ১১০:১; মথি ৩:১৭; ৮:২৯; ১৬:১৬; মার্ক ১:১, ১১; ১৫:৩৯; লূক ২২:৭০; ইউহোন্না ৪:২৫-২৬; প্রেরিত ৫:৪২; ৯:২২; গালাতীয় ৪:৪; ফিলিপীয় ২:৬; কলসীয় ২:৯; ইবরানি ৫:৭; ১ ইউহোন্না ৫:২০ আয়াতগুলিও দেখুন।

২. অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার, পুত্রের ও পাক-রূহের নামে তাদেরকে বাপ্তাইজ কর (মথি ২৮:১৯)। ইউহোন্না ১:১৮; ৩:১৬-১৮; ১০:৩০; ২০:২৮; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪; ইফিষীয় ২:১৮ আয়াতগুলিও দেখুন।

৩. কেননা তাঁতেই আল্লাহত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকভাবে বাস করে; এবং তোমরা তাঁতে পূর্ণীকৃত হয়েছ, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মস্তক (কলসীয় ২:৯)। লূক ১:৩৫; ইউহোন্না ১০:৩০; রোমীয় ৯:৫; ১ তীমথিয় ৩:১৬; ১ পিতর ৩:১৮ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ৪ আমরা ঘোষণা করছি ব্যক্তি-স্থিত মিলনকে, যেখানে ঈসা মসীহের দুই স্বভাব তাঁর একক ব্যক্তিতে কোন মিশ্রণ, বিভ্রান্তি, বিভাজন বা বিচ্ছেদ ছাড়াই সংযুক্ত।[৪]

আমরা প্রত্যাখান করি যে এই দুই স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য করলে সেগুলোকে আলাদা করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫ আমরা ঘোষণা করছি যে, ঈসা মসীহের মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়াতে, তাঁর আল্লাহ ও মানব স্বভাব স্ব স্ব গুণাবলি বজায় রাখে। আমরা ঘোষণা করছি যে উভয় স্বভাবের গুণাবলি এক ব্যক্তি ঈসা মসীহেতে অন্তর্গত।[৫]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহের মানব-স্বভাবে আল্লাহত্বের গুণাবলি রয়েছে বা আল্লাহ-স্বভাব ধারণ করতে পারে। আমরা প্রত্যাখান করি যে আল্লাহ-স্বভাব মানব-স্বভাবে আল্লাহত্বের গুণাবলি আরোপ করে। আমরা প্রত্যাখান করি যে পুত্র মাংসে-মূর্ত্তিমান অবস্থায় তাঁর আল্লাহত্বের কোনো গুণাবলি সরিয়ে রেখেছেন বা পরিত্যাগ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৬ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ই আল্লাহ্র দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি, আর তিনি সত্যিকার মানবত্বের মানদণ্ড, এবং আমাদের মুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা শেষমেষ তাঁর প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হব।[৬]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ সত্যিকারের মানুষের চেয়ে নীচু ছিলেন, আর তিনি কেবল মানুষ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছেন, বা তিনি যুক্তিসংগত মানব আত্মার ঘাটতিতে ছিলেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে ব্যক্তি-স্থিত মিলনে পুত্র মানব স্বভাবের পরিবর্তে মানব ব্যক্তি হিসেবে অনুমীত হলেন।

৪.শিমোন পিতর উত্তর করে বললেন, "আপনি সেই মসীহ্, জীবন্ত আল্লাহ্র পুত্র।" ঈসা উত্তর করে তাঁকে বললেন, "হে ইউনুসের পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার কাছে এটি প্রকাশ করে নি, কিন্তু আমার বেহেশতি পিতা প্রকাশ করেছেন" (মথি ১৬:১৬-১৭)। লুক ১:৩৫, ৪ইউহোন্না ১:১-৩; ৮:৫৮; ১৭:৫; প্রেরিত ২০:২৮; রোমীয় ১:৩; ৯:৫; ২ করিন্থীয় ৮:৯; কলসীয় ২:৯; ১ তীমথিয় ৩:১৬; ১ পিতর ৩:১৮; প্রকাশিত বাক্য ১:৮, ১৭; ২২:১৩ আয়াতগুলিও দেখুন।

৫. মসীহ ঈসাতে যে ভাব ছিল, তা তোমাদের মধ্যেও হউক। আল্লাহ্র স্বরূপবিশিষ্ট থাকতে তিনি আল্লাহ্র সাথে সমান থাকা ধরে নেবার বিষয় জ্ঞান করলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করলেন, দাসের রূপ ধারণ করলেন, মানুষের সাদৃশ্যে জন্মিলেন (ফিলিপীয় ২:৫-৭)। মথি ৯:১০; ১৬:১৬; ১৯:২৮; ইউহোন্না ১:১; ১১:২৭, ৩৫; ২০:২৮; রোমীয় ১:৩-৪; ৯:৫; ইফিষীয় ১:২০-২২; কলসীয় ১:১৬-১৭; ২:৯-১০; ১ তীমথিয় ৩:১৬; ইবরানি ১:৩, ৮-৯; ১ পিতর ৩:১৮; ২ পিতর ১:১ আয়াতগুলিও দেখুন।

৬.ইনিই অদৃশ্য আল্লাহ্র প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁতেই সকলই সৃষ্ট হয়েছে; বেহেশতে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যা কিছু আছে, সিংহাসন হোক, কি প্রভুত্ব হোক, কি আধিপত্য হোক, কি কর্তৃত্ব হোক, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে (কলসীয় ১:১৫-১৬)। রোমীয় ৮:২৯; ২ করিন্থীয় ৪:৪-৬; ইফিষীয় ৪:২০-২৪; ইবরানি ১:৩-৪ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ৭ আমরা ঘোষণা করছি যে সত্যিকার মানুষ হিসেবে, ঈসা মসীহ্ তাঁর বিনম্রতার অবস্থায় মানব স্বভাবের সমস্ত স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ দুর্বলতাগুলোকে ধারণ করেছিলেন। আমরা ঘোষণা করছি যে তাঁকে সর্ব দিক থেকে আমাদের মতো করা হয়েছে, তবুও তিনি নিষ্পাপ ছিলেন।[৭]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ গুনাহ্ করেছিলেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ সত্যই যাতনা, প্রলোভন বা ক্লেশের অভিজ্ঞতা পাননি। আমরা প্রত্যাখান করি যে গুনাহ্ সত্যিকার মানবত্বের অন্তর্নিহিত অংশ, বা ঈসা মসীহের গুনাহহীনতা তাঁর সত্যিকারের মানুষ হওয়ার সাথে অসংগতিপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ৮ আমরা ঘোষণা করছি যে ঐতিহাসিক ঈসা মসীহ্, পাক-রূহের শক্তিতে, অলৌকিকভাবে গর্ভধারীত হয়েছিলেন, এবং কুমারী মরিয়ম হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা স্যালসেডোনীয় বিশ্বাস-সূত্রের সাথে ঘোষণা করছি যে তাঁকে যথার্থই আল্লাহর মা আখ্যায়িত করা হয়েছে এই অর্থে যে তার জন্ম-দত্ত সন্তান আল্লাহর মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া পুত্র, যিনি পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি।[৮]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ মরিয়মের কাছ থেকে তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব পেয়েছিলেন বা তাঁর পাপহীনতা মরিয়ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

---

৭. অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁর উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহা-ইমাম হন। কেননা তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়ে দুঃখভোগ করেছেন বলে পরীক্ষিতগণের সাহায্য করতে পারেন (ইবরানি ২:১৭-১৮)। মীখা ৫:২; লূক ২:৫২; রোমীয় ৮:৩; গালাতীয় ৪:৪; ফিলীপিয় ২:৫-৮; ইবরানি ৪:১৫ আয়াতগুলিও দেখুন।

৮. পরে ষষ্ঠ মাসে জিব্রাইল ফেরেস্তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে গালীল দেশের নাসরত নামক নগরে একটি কুমারীর নিকট প্রেরিত হলেন, তিনি দায়ূদ-কূলের ইউসুফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হয়েছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম (লূক ১:২৬-২৭)। মথি ১:২৩; ২:১১; লূক ১:৩১, ৩৫, ৪৩; রোমীয় ১:৩; গালাতীয় ৪:৪ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ৯ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ হলেন শেষ আদম যিনি তাঁর উপরে নিরূপিত কাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন যেখানে প্রথম আদম ব্যর্থ হয়েছেন, এবং ঈসা মসীহ্ তাঁর লোকদের, অর্থাৎ মসীহের দেহের মস্তক।[৯]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ পতিত মানব প্রকৃতি ধারণ করেছিলেন বা উত্তরাধিকার-সূত্রে আদি গুনাহ বহন করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ১০ আমরা ঘোষণা করছি ঈসা মসীহের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা, যে তাঁর সিদ্ধ জীবনে তিনি আমাদের পক্ষে ব্যবস্থার ধার্মিক দাবিগুলি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করেছিলেন, এবং ক্রুশে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তিনি আমাদের গুনাহের শাস্তি বহন করেছেন।[১০]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ কোন দিক থেকেই আল্লাহ্র ব্যবস্থা পালন করতে বা পরিপূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে তিনি নৈতিক ব্যবস্থা রহিত করেছেন।

---

৯. অতএব যেমন এক মানুষ দ্বারা গুনাহ্ ও গুনাহ্ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মানুষের কাছে উপস্থিত হল, কেননা সকলেই গুনাহ্ করল; কারণ ব্যবস্থার পূর্বেও দুনিয়াতে গুনাহ্ ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা না থাকলে গুনাহ গণিত হয় না। তথাপি যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্যে গুনাহ্ করে নি, আদম অবধি মূসা পর্যন্ত তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করেছিল। আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ। কিন্তু অপরাধ যেরূপ, অনুগ্রহ-দানটি সেরূপ নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে মরল, তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং আর এক ব্যক্তির - ঈসা মসীহের – অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়ে পড়ল। আর, এক ব্যক্তি গুনাহ্ করাতে যেমন ফল হল, এই দান তেমন নয়; কেননা বিচার এক ব্যক্তি হতে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত, কিন্তু অনুগ্রহ-দান অনেক অপরাধ হইতে ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত। কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি, অর্থাৎ দ্বারা, ঈসা মসীহ্ দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা-দানের উপচয় পায়, তারা কত অধিক নিশ্চিতরূপে জীবনে রাজত্ব করবে। অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মানুষের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হল, তেমনি ধার্মিকতার একটি কাজ দ্বারা সকল মানুষের কাছে জীবনদায়ক ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হল। কারণ যেমন সেই এক মানুষের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে গুনাহ্গার বলে ধরা হল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হবে। আর ব্যবস্থা তৎপরে পার্শ্বে উপস্থিত হল, যেন অপরাধের বাহুল্য হয়; কিন্তু যেখানে গুনাহের বাহুল্য হইল, সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়ে পল; যেন গুনাহ্ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করেছিল, তেমনি আবার অনুগ্রহ ধার্মিকতা দ্বারা, অনন্ত জীবনের নিমিত্ত, আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্ দ্বারা, রাজত্ব করে (রোমীয় ৫:১২-২১)। ১ করিন্থীয় ১৫:২২, ৪৫-৪৯; ২:১৪-১৬; ৫:২৩; কলসীয় ১:১৮ আয়াতগুলিও দেখুন।

১০. কারণ যেমন সেই এক মানুষের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে গুনাহ্গার বলে ধরা হল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হবে (রোমীয় ৫:১৯)। মথি ৩:১৫; ইউহোন্না ৮:২৯; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ফিলিপীয় ২:৮; ইবরানি ৫:৮ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ১১ আমরা ঘোষণা করছি যে ক্রুশে ঈসা মসীহ্ তাঁর লোকদের গুনাহের জন্য শাস্তি-বহনকারী বিকল্প প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, আল্লাহ্‌র ক্রোধ শান্ত করে এবং আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং গুনাহ, মৃত্যু এবং শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন।[১১]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহের মৃত্যু শয়তানের কাছে মুক্তির মূল্যস্বরূপ ছিল। আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহের মৃত্যু শুধু এক দৃষ্টান্ত মাত্র, বা শয়তানের উপর শুধুমাত্র এক বিজয় মাত্র, বা আল্লাহ্‌র নৈতিক শাসনের এক প্রদর্শন মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১২ আমরা ঘোষণা করছি দ্বৈত-আরোপণ মতবাদকে, যে আমাদের গুনাহ ঈসা মসীহের উপর আরোপিত এবং তাঁর ধার্মিকতা বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে।[১২]

আমরা প্রত্যাখান করি যে বিনা বিচারে গুনাহ উপেক্ষিত। আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্‌র সক্রিয় বাধ্যতা আমাদের উপর আরোপিত নয়।

অনুচ্ছেদ ১৩ আমরা ঘোষণা করছি যে তৃতীয় দিনে ঈসা মসীহ্ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি সশরীরে বহুজন কর্তৃক প্রত্যক্ষ হয়েছেন।[১৩]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহের মৃত্যু কেবল প্রতীয়মান হয়েছে, বা শুধুমাত্র তাঁর আত্মা টিকে থাকল, বা তাঁর পুনরুত্থান শুধুমাত্র তাঁর অনুসারীদের অন্তরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

---

১১. তাঁকেই আল্লাহ্ তাঁহার রক্তে ঈমান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত কোরবানিরূপে প্রদর্শন করেছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান - কেননা আল্লাহ্‌র সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত গুনাহ্ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হয়েছিল - যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেউ ঈসাতে ঈমান আনে, তাকেও ধার্মিক গণনা করেন (রোমীয় ৩:২৫-২৬)। ইশাইয়া ৫৩; রোমীয় ৫:৬, ৮, ১৫; ৬:১০; ৭:৪; ৮:৩৪; ১৪:৯, ১৫; ১ করি ১৫:৩; ইফিষীয় ৫:২; ১ থিষলনীকীয় ৫:১০; ২ তীমথিয় ২:১১; ইবরানি ২:১৪, ১৭; ৯:১৪-১৫; ১০:১৪; ১ পিতর ২:২৪; ৩:১৮; ১ ইউহোন্না ২:২; ৩:৮; ৪:১০ আয়াতগুলিও দেখুন।

১২. যিনি গুনাহ্ জানেন নি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে গুনাহ্স্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁতে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতাস্বরূপ হই (২ করিন্থীয় ৫:২১)। মথি ৫:২০; রোমীয় ৩:২১-২২; ৪:১১; ৫:১৮; ১ করিথীয় ১:৩০; ২ করিন্থীয় ৯:৯; ইফিষীয় ৬:১৪; ফিলিপীয় ১:১১; ৩:৯; ইবরানি ১২:২৩ আয়াতগুলিও দেখুন।

১৩. ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করেছি, এবংএটি আপনিও পেয়েছি যে, কিতাব অনুসারে মসীহ্ আমাদের গুনাহের জন্য মরলেন, ও কবর প্রাপ্ত হলেন, আর কিতাব অনুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হয়েছেন; আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৫)। ইশাইয়া ৫৩; মথি ১৬:২১; ২৬:৩২; ২৮:১-১০; ইউহোন্না ২১:১৪; প্রেরিত ১:৯-১১; ২:২৫, ৩২; ৩:১৫, ২৬; ৪:১০; ৫:৩০; ১০:৪০; রোমীয় ৪:২৪-২৫; ৬:৯-১০; ইফিষীয় ৪:৮-১০ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ১৪ আমরা ঘোষণা করছি যে তাঁর মহিমান্বিত অবস্থায় ঈসা মসীহ্ পুনরুত্থানের প্রথম ফল, আর তিনি গুনাহ ও মৃত্যু উভয়কেই জয় করেছেন, এবং তাঁর সাথে মিলনে আমরাও পুনরুত্থিত হব।[১৪]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহের গৌরবময় পুনরুত্থিত দেহ বাগানের কবরে দাফনকৃত দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আমরা প্রত্যাখান করি যে আমাদের পুনরুত্থান আমাদের দেহ সমেত নয়, কিন্তু রুহের পুনরুত্থান মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১৫ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ পিতা আল্লাহ্র দক্ষিণ পাশে তাঁর বেহেশতী সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, আর তিনি বর্তমানে বাদশাহ্ হিসেবে রাজত্ব করছেন, এবং তিনি পরাক্রম ও মহিমায় দৃশ্যনীয় রূপে প্রত্যাবর্তন করবেন।[১৫]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় সম্পর্কে ভ্রান্তিতে ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ১৬ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁর রূহ ঢেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বর্তমান আসীন অবস্থায় তিনি সমস্ত কিছুর উপর রাজত্ব করছেন, তাঁর লোকেদের পক্ষে মধ্যস্থতা করছেন এবং তাঁর মণ্ডলী গঠন করছেন, যার একমাত্র প্রধান তিনিই।[১৬]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ রোমের বিশপকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, বা ঈসা মসীহ্ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি মণ্ডলীর প্রধান হতে পারে।

---

১৪. কিন্তু বাস্তবিক মসীহ্ মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ ... মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?" (১ করি ১৫:২০,৫৫)। রোমীয় ৫:১০; ৬:৪, ৮, ১১; ১০:৯; ১ করি ১৫:২৩; ২ করি ১:৯; ৪:১০-১১; ইফি ২:৬; কলসীয় ২:১২; ২ থিষ ২:১৩; ইবরানি ২:৯, ১৪; ১ ইউহোন্না ৩:১৪; প্রকাশিত ১৪:৪; ২০:১৪ আয়াতগুলিও দেখুন।

১৫. অতএব তাঁরা একত্র হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? তিনি তাঁদেরকে বললেন, যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়। কিন্তু পাক-রূহ্ তোমাদের উপরে আসলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় এহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে। এই কথা বলবার পর তিনি তাঁদের দৃষ্টিতে উর্ধ্বে নীত হলেন, এবং একখানি মেঘ তাঁদের দৃষ্টিপথ হতে তাঁকে গ্রহর করিল। তিনি যাচ্ছেন, আর তাঁরাআকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, এমন সময়ে, দেখ, শুক্লবস্ত্র পরিহিত দু' জন পুরুষ তাঁদের নিক দাঁড়ালেন; আর তাঁরা বললেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? এই যে ঈসা তোমাদের নিকট হতে বেহেশতে উর্ধ্বে নীত হলেন, তাঁকে যেরূপে বেহেশতে গমন করতে দেখলে, সেরূপে উনি আগমন করিবেন (প্রেরিত ১:৬-১১)। লূক ২৪:৫০-৫৩; প্রেরিত ১:২২; ২:৩৩-৩৫; ইফি ৪:৮-১০; ১ তীমথিয় ৩:১৬ আয়াতগুলিও দেখুন।

১৬. আর তিনি সমস্তই তাঁর চরণের নিচে বশীভূত করবেন, এবং তাঁকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করে মণ্ডলীকে দান করলেন (ইফি ১:২২)। প্রেরিত ২:৩৩; ১ কর ১১:৩-৫; ইফি ৪:১৫; ৫:২৩; কল ১:১৮ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ১৭ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ সমস্ত লোকের বিচার করার জন্য গৌরবের সাথে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং সবশেষে তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করবেন, মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন, এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করবেন যেখানে তিনি ধার্মিকতার সাথে রাজত্ব করবেন।[১৭]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্র চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন ৭০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল এবং তাঁর আগমন ও এর অনুচর ঘটনাগুলোকে প্রতীকী রূপে দেখা উচিত।

অনুচ্ছেদ ১৮ আমরা ঘোষণা করছি যে যারা প্রভু ঈসা মসীহ্র নামে ঈমান আনে, তাদের তাঁর অনন্তকালীন রাজ্যে স্বাগত জানানো হবে, কিন্তু যারা তাঁকত ঈমান আনে না, তারা জাহান্নামে অনন্ত সচেতন শাস্তি ভোগ করবে।[১৮]

আমরা প্রত্যাখান করি যে প্রত্যেক ব্যক্তি নাজাত পাবে। আমরা প্রত্যাখান করি যে যারা ঈসা মসীহেতে ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাদের বিনাশ হবে।

অনুচ্ছেদ ১৯ আমরা ঘোষণা করছি যে দুনিয়া সৃষ্ট হওয়ার আগে থেকেই যারা ঈসা মসীহেতে মনোনীত, এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সাথে যুক্ত, তারা তাঁর সঙ্গে এবং পরস্পরের সাথে অভিন্ন-যোগাযোগ উপভোগ করে। আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহেতে আমরা প্রত্যেক রূহানি আশীর্বাদ উপভোগ করছি, যার মধ্যে রয়েছে ন্যায্যতা, দত্তকতা, পবিত্রকরণ ও গৌরবান্বিতকরণ।[১৯]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর উদ্ধারজনক কাজকে পৃথক করা যেতে পারে। আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্কে ছাড়েই আমরা ঈসা মসীহের উদ্ধারজনক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমরা প্রত্যাখান করি যে তাঁর দেহ, অর্থাৎ মণ্ডলীর সাথে এক না হয়েও আমরা ঈসা মসীহের সাথে এক হতে পারি।

---

১৭. আর তিনি আদেশ করিলেন, যেন আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই আল্লাহ্ জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন (প্রেরিত ১০:৪২)। ইউহোন্না ১২:৪৮; ১৪:৩; প্রেরিত ৭:৭; ১৭:৩১; ২ তীমথিয় ৪:১, ৮ আয়াতগুলিও দেখুন।

১৮. মনুষ্য-পুত্র আপন ফেরেশতাদিগকে প্রেরণ করবেন; তাঁরা তাঁর রাজ্য হতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্মাচারীদেরকে সংগ্রহ করবেন, এবং তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে। তখন ধার্মিকেরা আপন পিতার রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হবে। যাহার কান থাকে, সে শুনুক (মথি ১৩:৪১-৪৩)। ইশাইয়া ২৫:৬-৯; ৬৫:১৭-২৫; ৬৬:২১-২৩; দানিয়েল ৭:১৩-১৪; মথি ৫:২৯-৩০; ১০:২৮; ১৮:৮-৯; মার্ক ৯:৪২-৪৯; লূক ১:৩৩; ১২:৫; ইউহোন্না ১৮:৩৬; কলসীয় ১:১৩-১৪; ২ থিষলনীকীয় ১:৫-১০; ২ তীমথিয় ৪:১, ১৮; ইবরানি ১২:২৮; ২ পিতর ১:১১; ২:৪; প্রকাশিত কালাম ২০:১৫ আয়াতগুলিও দেখুন।

১৯. ফলতঃ আমরা কি ইহুদি কি গ্রিক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হবার জন্য একই রূহে বাপ্তাইজিত হয়েছি, এবং সকলেই এক রূহ্ হতে পায়িত হয়েছি (১ করিন্থীয় ১২:১৩)। ইউহোন্না ১৪:২০; ১৫:৪-৬; রোমীয় ৬:১-১১; ৮:১-২; ১২:৩-৫; ১ করিন্থীয় ১:৩০-৩১; ৬:১৫-২০; ১০:১৬-১৭; ১২:২৭; ২ করিন্থীয় ৫:১৭-২১; গালাতীয় ৩:২৫-২৯; ইফিষীয় ১:৩-১০, ২২-২৩; ২:১-১৬; ৩:৬; ৪:১৫-১৬; ৫:২৩, ৩০; কলসীয় ১:১৮; ২:১৮-১৯ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২০ আমরা ঘোষণা করছি শুধুমাত্র ঈমান দ্বারা ন্যায্যতার মতবাদকে, যে আল্লাহ্ আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা কাজ ছাড়াই, কেবল মাত্র ঈসা মসীহের ব্যক্তি ও কাজে শুধুমাত্র আমাদের ঈমান দ্বারা কেবল মাত্র তাঁর অনুগ্রহের কাজ দ্বারা আমাদেরকে ধার্মিক ঘোষণা করেন। আমরা ঘোষণা করি যে 'শুধুমাত্র ঈমান দ্বারা ন্যায্যতা' মতবাদটি প্রত্যাখান করা সুসমাচারকে প্রত্যাখান করা।[২০]

আমরা প্রত্যাখান করি যে আমাদের মধ্যে অনুগ্রহের কোনো সংমিশ্রণের ভিত্তিতে আমরা নাজাত পাই। আমরা প্রত্যাখান করি যে আমরা আমাদের মধ্যে সহজাতভাবে ধার্মিক হলেই কেবল ন্যায্য-গণিত হই। আমরা প্রত্যাখান করি যে এই নাজাত এখন বা যে কোন সময় আমাদের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে।

অনুচ্ছেদ ২১ আমরা ঘোষণা করছি পবিত্রকরণের মতবাদকে, যে আল্লাহ্, তাঁর পাক-রূহের শক্তি দ্বারা, ঈসা মসীহের কাজের ভিত্তিতে, আমাদেরকে গুনাহের রাজত্বকারী শক্তি থেকে মুক্ত করেন, আমাদের পৃথক করেন, এবং আরও অধিকতার রূপে তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ করে আমাদের পবিত্র করে তোলেন। আমরা ঘোষণা করছি যে পবিত্রকরণ আল্লাহ্র অনুগ্রহেরই কাজ এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে ন্যায্যতার সাথে যুক্ত, যদিও তা ন্যায্যতা থেকে ভিন্ন। আমরা ঘোষনা করছি যে পবিত্রকরণের এই ঐশ্বরিক কাজে আমরা কেবল নিষ্ক্রিয় নই, বরং গুনাহের উদ্দেশ্যে মারা যেতে এবং প্রভুতে বাধ্য জীবন-যাপন করতে আমাদের চলমান প্রচেষ্টায় আমরা অনুগ্রহের নির্ধারিত উপায়ে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে দায়িত্বশীল।[২১]

আমরা প্রত্যাখান করি যে একজন ব্যক্তি পবিত্রকরণে ঈসা মসীহের সাথে মিলনের তাৎক্ষণিক ফল ব্যতিরেকে ন্যায্য-গণিত। আমরা প্রত্যাখান করি যে আমাদের সৎকর্মগুলো, যদিও ঈসা মসীহেতে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ন্যায্যতা-গণিত করার যোগ্য। আমরা প্রত্যাখান করি যে এই জীবনে বাসকারী গুনাহের সাথে আমাদের সংগ্রাম থেমে যাবে, যদিও আমাদের উপর গুনাহের কোন আধিপত্য নেই।

---

২০. অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্ দ্বারা আমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সন্ধি লাভ করেছি (রোমীয় ৫:১)। লূক ১৮:১৪; রোমীয় ৩:২৪; ৪:৫; ৫:১০; ৮:৩০; ১০:৪, ১০; ১ করিন্থীয় ৬:১১; ২ করিন্থীয় ৫:১৯, ২১; গালাতীয় ২:১৬-১৭; ৩:১১, ২৪; ৫:৪; ইফিষীয় ১:৭; তীত ৩:৫,৬ আয়াতগুলিও দেখুন।

২১. ধন্য আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের আল্লাহ্ ও পিতা, যিনি আমাদেরকে সমস্ত রূহানী আশীর্বাদে বেহেশতী স্থানে মসীহে আশীর্বাদ করিয়াছেন; কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্বে মসীহে আমাদেরকে মনোনীত করেছিলেন, যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই (ইফিষীয় ১:৩-৪)। ইউহোন্না ১৭:১৭; প্রেরিত ২০:৩২; রোমীয় ৬:৫-৬, ১৪; ৮:১৩; ১ করিন্থীয় ৬:১১; ২ করিন্থীয় ৭:১; গালাতীয় ৫:২৪; ইফিষীয় ৩:১৬-১৯; ৪:২৩-২৪; ফিলিপীয় ৩:১০; কলসীয় ১:১০-১১; ২ থিষলনীকীয় ২:১৩; ইবরানি ১২:১৪ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২২ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্ ও তাঁর লোকেদের মধ্যেকার একমাত্র মধ্যস্থ। আমরা ঘোষনা করছি ঈসা মসিহের বিনম্রতা ও তাঁর মহিমান্বিত উভয় অবস্থানে নবি, ইমাম ও বাদশাহ হিসেবে তাঁর মধ্যস্থতার ভূমিকা রয়েছে। আমরা ঘোষনা করছি এই মধ্যস্থতার কর্মক্ষেত্র সম্পাদন করতে পাক-রূহ দ্বারা তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন যে উদ্দেশ্যে তিনি পিতা কর্তৃক আহুত হয়েছিলেন।[২২]

আমরা প্রত্যাখান করি যে প্রভু ঈসা মসিহ ব্যতিরেকে আল্লাহ্র অন্য কোন মাংসে-মূর্ত্তিমান ব্যক্তি ছিলেন বা থাকবেন, অথবা মুক্তির অন্য কোন মধ্যস্থ আছেন বা থাকবেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে একমাত্র ঈসা মসীহ্ ব্যতিরেকে নাজাত সম্ভব।

অনুচ্ছেদ ২৩ আমরা ঘোষণা করছি যে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে, ঈসা মসীহ্ ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য উভয়ই। আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তিনি নিজেতেই আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞাসমূহের পরিপূর্ণতা।[২৩]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহ্ কখনো ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেছেন, বা তাঁর বিষয়ে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বা হবেন।

---

২২. কারণ একমাত্র আল্লাহ্ আছেন; আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন (১ তীমথিয় ২:৫)। প্রেরিত ৩৩:২৩-২৮; লূক ১:৩৩; ইউহোন্না ১:১-১৪; ১৪:৬; প্রেরিত ৩:২২; কলসীয় ১:১৫; ইবরানি ১:১-১৪; ৫:৫-৬;৯:১৫; ১২:২৪ আয়াতগুলিও দেখুন।

২৩. এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানি, তোমরা অজ্ঞানতা বশত সেই কার্য করেছ, যেমন তোমাদের অধ্যক্ষেরাও করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর মসীহের দুঃখভোগের বিষয়ে যে সকল কথা সমস্ত নবিদের মুখ দ্বারা পূর্বে জ্ঞাত করেছিলেন, সেই সকল এরূপে পূর্ণ করেছেন। অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের গুনাহ মুছে ফেলা হয়, যেন এরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়, এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্বনিরূপিত মসীহকে, ঈসাকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন। যাঁকে বেহেশত নিশ্চয়ই গ্রহণ করে রাখবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় আল্লাহ্ নিজ পবিত্র নবিদের মুখ দ্বারা বলেছেন, যাঁরা পুরাকাল হতে হয়ে গিয়েছেন। মূসা ত বলেছিলেন, প্রভু আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে আমার সদৃশ এক নবিকে উৎপন্ন করবেন, তিনি তোমাদেরকে যা যা বলবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁর কথা শুনবে (প্রেরিত ৩:১৭-২২)। মথি ২০:১৭; ২:৩; ২৬:৩১, ৩৪, ৬৪; মার্ক ১:১৪-১৫; লূক ৪:১৮-১৯, ২১; ইউহোন্না ১৩:৩৬; ২১:২২; ১ করিন্থীয় ১:২০; ইবরানি ১:২১; প্রকাশিত কালাম ১৯:১০ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২৪ আমরা ঘোষণা করছি যে মাল্‌কীসিদ্দিকের ধারায় ঈসা মসীহ্ আমাদের মহান মহা-ইমাম, আমাদের পক্ষে স্বয়ং সিদ্ধ কোরবানি হলেন এবং পিতার সাক্ষাতে আমাদের পক্ষে অবিরত সুপারিশ করছেন। আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ সর্বোচ্চ প্রায়শ্চিতের কোরবানির মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য উভয়ই।[২৪]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, ঈসা মসিহ লেবীয় বংশের না হয়ে বরং এহুদা বংশের হয়ে আমাদের ইমাম হিসেবে পরিচর্যা-কাজের অযোগ্য। আমরা প্রত্যাখান করি যে এমনকি রক্তহীন উপায়ে, তিনি প্রভুর ভোজে প্রতিনিয়তই কোরবানির বলি ও ইমাম হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে চলেছেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে তিনি শুধুমাত্র বেহেশতে ইমাম হয়েছিলেন কিন্তু দুনিয়াতে ইমাম ছিলেন না।

অনুচ্ছেদ ২৫ আমরা ঘোষণা করছি যে বাদশাহ্ হিসেবে, ঈসা মসীহ্ এখন ও চিরকাল সমস্ত পার্থিব ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার উপর সর্বোচ্চভাবে রাজত্ব করছেন।[২৫]

আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈসা মসীহের রাজ্য এই দুনিয়ার সামান্য এক রাজনৈতিক রাজ্য মাত্র। আমরা প্রত্যাখান করি যে পার্থিব শাসনকর্তারা তাঁর কাছে দায়বদ্ধ নন।

---

২৪. কেননা মসীহ্ হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নি - এ ত প্রকৃত বিষয়গুলোর প্রতিরূপ মাত্র - কিন্তু বেহেশতেই প্রবেশ করেছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে প্রকাশমান হন। আর মহা-ইমাম যেমন বছর বছর পরের রক্ত নিয়ে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, তদ্রুপ মসীহ্ যে অনেক বার আপনাকে কোরবানি করবেন, তাও নয়; কেননা তা হলে দুনিয়ার পত্তনাবধি অনেক বার তাঁকে মৃত্যু ভোগ করতে হত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একবার, যুগপর্যায়ের পরিণামে, আত্ম-কোরবানী দ্বারা গুনাহ্ নাশ করবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হয়েছেন। আর যেমন মানুষের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি মসীহ্‌ও অনেকের গুনাহ্-ভার তুলে নেবার জন্য একবার উৎসৃষ্ট হয়েছেন; তিনি দ্বিতীয় বার, বিনা গুনাহে, তাদেরকে দর্শন দেবেন, যারা নাজাতের জন্য তাঁর অপেক্ষা করে (ইবরানি ৯:২৪-২৮)। ইউহোন্না ১:৩৬; ১৯:২৮-৩০; প্রেরিত ৮:৩২; ১ করিন্থীয় ৫:৭; ইবরানি ২:১৭-১৮; ৪:১৪-১৬; ৭:২৫; ১০:১২, ২৬; ১ পিতর ১:১৯; প্রকাশিত কালাম ৫:৬, ৮, ১২-১৩; ৬:১, 16; ৭:৯-১০, ১৪, ১৭; ৮:১; ১২:১১; ১৩:৮; ১৫:৩ আয়াতগুলিও দেখুন।

২৫. কেননা যাবৎ তিনি সমস্ত দুশমনকে তাঁর পদতলে না রাখিবেন, তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে (১ করিন্থীয় ১৫:২৫)। জবুর ১১০; মথি ২৮:১৮-২০; লূক ১:৩২; ২:১১; প্রেরিত ২:২৫, ২৯, ৩৪; ৪:২৫; ১৩:২২, ৩৪, ৩৬; ১৫:১৬; রোমীয় ১:৩; ২ তীমথিয় ২:৮; ইবরানি ৪:৭; প্রকাশিত কালাম ৩:৭; ৫:৫; ২২:১৬ আয়াতগুলিও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২৬ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈসা মসীহ্ যেহেতু তাঁর সমস্ত শত্রুদের উপরে বিজয়ী হয়েছেন, তিনি তাঁর রাজ্য পিতার হাতে তুলে দেবেন। আমরা ঘেঅষণা করছি যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে, আল্লাহ্ তাঁর লোকদের সাথে থাকবেন, এবং বিশ্বাসীরা ঈসা মসীহ্কে সামনা-সামনি দেখবে, তাঁর সাদৃশ্য-রূপ হবে, এবং চিরকাল তাঁর সান্নিধ্যই উপভোগ করবেন।[২৬]

আমরা প্রত্যাখান করি যে শুধু-মাত্র ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে ছাড়া মানবতার জন্য অন্য কোনো প্রত্যাশা বা কোনো নাম বা কোন পথ আছে যাতে নাজাত পাওয়া যেতে পারে।

---

২৬. তৎপরে পরিণাম হবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করলে পর পিতা আল্লাহর হস্তে রাজ্য সমর্পণ করবেন। কেননা যাবৎ তিনি সমস্ত দুশমনকে তাঁর পদতলে না রাখবেন, তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে। শেষ দুশমন যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে। কারণ তিনি সকলই বশীভূত করে তাঁর পদতলে রাখলেন। কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, সকলই বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দেখা যায়, যিনি সকলই তাঁর বশীভূত করিলেন, তাঁকে বাদ দেয়া হল। আর সকলই তাঁর বশীভূত করা হলে পর পুত্র আপনিও তাঁর বশীভূত হবেন, যিনি সকলই তাঁহার বশে রেখেছিলেন; যেন আল্লাহ্ই সর্বেসর্বা হন (১ করিন্থীয় ১৫:২৪-২৮)। ইশাইয়া ৬৫:১৭; ৬৬:২২; ফিলিপীয় ২:৯-১১; ২ পিতর ৩:১৩; ১ ইউহোন্না ৩:২-৩; প্রকাশিত কালাম ২১:১-৫; ২২:১-৫ আয়াতগুলিও দেখুন।

ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা

ব্যবহার্য

পরামর্শ সহ

এক সময় সমগ্র পৃথিবী "ঈসা মসীহ্ প্রভু" এই একটি মাত্র স্বীকারোক্তির ধ্বনি তুলবে (ফিলিপীয় ২:১১)। ছোট এই বাক্যটি অর্থে পরিপূর্ণ। ঈসাকে মসীহ্ বলার অর্থ হল তিনি সেই "অভিষিক্ত জন"। এতে বলা হচ্ছে তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত ও দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মসীহ্। ঈসা মসীহ্কে প্রভু বলার অর্থ হল তিনি সত্যিকার আল্লাহ্ অর্থে সত্যিকার আল্লাহ। তাঁর মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া বিস্ময়ের এক বিস্ময়, একটি আশ্চর্যজনক রহস্য। আল্লাহ্ মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন। এমনকি তাঁকে ঈসা বলা মানে তিনিই এক ও একমাত্র নাজাতদাতা। তিনি তাঁর লোকদের তাদের গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে এসেছিলেন (মথি ১:২১)।

"ঈসা মসীহ্ প্রভু" এক বিশ্বাস-সূত্র (ক্রিড) - বিশ্বাসের এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। ল্যাটিন শব্দ credo থেকে ইংরেজি শব্দ creed এসেছে, যার অর্থ "আমি বিশ্বাস করি।" এই সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস-সূত্র মসীহ্ সম্পর্কে আমরা যা যা বিশ্বাস করি তার ঘোষণা দেয়। কেউ কেউ মনে করেন ১ তীমথিয় ৩:১৬ আয়াতও একটি বিশ্বাস-সূত্র হতে পারে। এর পক্ষে দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, পৌল "ভক্তির নিগূঢ়-তত্ত্ব মহৎ, এটি সর্বসম্মত" কথা দ্বারা শুরু করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই আয়াতের বাক্যাংশগুলো ছন্দময় এবং কাব্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বাক্যাংশগুলো মাংসে-মূর্ত্তিমান মসিহ সম্পর্কে সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে:

> তিনি মাংসে প্রকাশিত হলেন,
> পাক-রূহেতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হলেন,
> ফেরেশতাদের নিকট দর্শন দিলেন,
> জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হলেন,
> দুনিয়ায় বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হলেন,
> সপ্রতাপে ঊর্ধ্বে নীত হলেন। (১ তীমথিয় ৩:১৬)

বাইবেল-ভিত্তিক বর্ণনার এই রীতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক যুগের মণ্ডলী যখন পরিষদ গঠন করে এবং বিশ্বাস-সূত্র তৈরি করে, তখন তারা বিশ্বাস প্রকাশের কোনো নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করেনি। বরং তারা বাইবেল-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছিল।

যখনই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিত, প্রাথমিক মণ্ডলী তখন পদক্ষেপ নিত। অধিকন্তু, অনেকে মনে করে যে এবাদতগত প্রয়োজন, অথবা খাঁটি এবাদতের আকাঙ্খাও মণ্ডলীকে বিশ্বাস-সূত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এটি বিশেষ করে মসীহ্ সম্পর্কে মতবাদের ক্ষেত্রে সত্য। ঈসার ব্যক্তি ও কাজের অন্তঃসারগত সত্যতা শতাব্দী শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টানত্বের সংজ্ঞা-দানকারী মান হিসেবে চলে আসছে।

নতুন নিয়মের লেখকগণ নিজেরাই মসীহের পরিচয় ও কাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীতে, বিভিন্ন দল মসীহের সত্যিকার মানবত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। দকেয়বাদী নামক একটি দল দাবি করেছিল যে ঈসাকে কেবল মানুষ প্রতীয়মান হয়েছে। অন্যান্য ধর্মবিরুদ্ধ মত, যেমন আরিয়বাদ মসীহের সত্যিকার আল্লাহত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এই ধর্মবিরুদ্ধ মত দাবি করেছিল যে তিনি পিতা আল্লাহ্‌র চেয়ে কম কেউ ছিলেন। পরবর্তী দলগুলো এ তুলে ধরতে ভুল করেছিল যে ঈসার দু'টো স্বভাব, তাঁর সত্যিকার মানবত্ব ও সত্যিকার আল্লাহত্ব, তাঁর একক ব্যক্তিতে এক। বিভিন্ন পরিষদ আহবান করে ও বিশ্বাস-সূত্র লেখার মাধ্যমে প্রাথমিক মণ্ডলী এসব চ্যালেঞ্জগুলো ও ভ্রান্তিগুলোর উত্তর দিয়েছিল যেগুলো মসীহি বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় সত্যতা বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষাকে সংক্ষেপিত করেছিল। এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো মূল্যবান সম্পদ, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরীত হয়েছে। তাই আজ, আমাদের কাছে প্রৈরিতীক বিশ্বাস-সূত্র, নাইসীয় বিশ্বাস-সূত্র, এবং স্যালসেডোনীয় রূপরেখা (Chalcedonian Definition) রয়েছে। এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো সীমা চিহ্নিত করে, মূলধারা ও ধর্মভ্রষ্টতার মধ্যে স্পষ্ট রেখা এঁকে দেয়।

এই বিশ্বাস-সূত্রগুলোই মণ্ডলীকে দৃঢ় করতে কাজ করেছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহশীল ও পরিচালনাকারী ক্ষমতা দ্বারা, সুসমাচার বিশ্বস্তভাবে ঘোষণা করতে খ্রিষ্টানদের পথ-প্রদর্শন করেছে। সেগুলোর স্থায়ী মূল্যের সাক্ষ্য হিসেবে সেগুলো আজও উচ্চারিত হয়। সেগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মসীহ্‌ আমাদের ধর্মতত্ত্ব ও আমাদের এবাদতের কেন্দ্রে রয়েছেন। এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো "পবিত্রগণের কাছে একেবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করতে" মণ্ডলীকে আহবান করে (এহুদা ১:৩)।

তবুও, এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো মসীহের কাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় মাত্র। সেগুলো সুসমাচারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে না। সংস্কার-যুগের সময়ে দৃশ্যমান মণ্ডলীতে সত্যিকারের বিভাজন ঘটেছিল। মসীহের কাজ এতে প্রধান ইস্যু ছিল। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হয়, শুধুমাত্র ঈমান দ্বারা ন্যায্যতার মতবাদ ছিল বিরোধের কেন্দ্রে যা সংস্কার-আন্দোলনকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। এখানেই মণ্ডলী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রোমান ক্যাথলিকবাদ ধারায় বিভক্ত হয়। প্রোটেস্ট্যান্টবাদ শুধুমাত্র ঈমান দ্বারা ন্যায্যতার মতবাদ ঘোষণা করে (sola fide), অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিকবাদ, কাউন্সিল অব ট্রেন্ট-এর রায় অনুসরণ করে, শুধুমাত্র ঈমান দ্বারা ন্যায্যতা মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে, পরিবর্তে ঈমান ও সৎকর্মের সম্মিলিত ফল হিসেবে ন্যায্যতা মতবাদকে বেছে নেয়। সংস্কার-আন্দোলন আরেকটি ইস্যুতেও পার্থক্য প্রকাশ করে, তা হচ্ছে, তাঁর মণ্ডলীর উপরে, এবং প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত কিছুর উপরে ঈসা মসীহের সর্বোচ্চ ও একক কর্তৃত্ব।

একসাথে বলতে হয়, প্রাথমিক মণ্ডলীর সর্ব-ঐক্যের এসব বিশ্বাস-সূত্রগুলো এবং সংস্কার-আন্দোলনের এসব মূলমন্ত্রগুলো বাইবেল-ভিত্তিক বিশ্বস্ত সুসমাচার ঘোষণায়

মণ্ডলীর জন্য পথ-নির্দেশিকা তৈরি করেছিল। বিশ্বাস-সূত্র ও সংস্কার-আন্দোলনের বিভিন্ন স্বীকারোক্তি ও ক্যাটেকিজমগুলো (প্রশ্নোত্তর-মালা) বিশ্বাসের সার-সংক্ষেপ প্রদান করে এবং বিশ্বাস ও সুসমাচারের স্পষ্টতা আনে।

বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন: মসীহি-তত্ত্ব সম্পর্কিত লিগনিয়্যার বিশ্বাস-সূত্র, এই প্রজন্মের এবং আল্লাহর আশীর্বাদে, পরবর্তী প্রজন্মের মণ্ডলীর কাছে - মসীহের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি তুলে দেয়ার বিনম্র প্রচেষ্টা, যা অতীতে সর্ব-ঐক্যের বিশ্বাস-সূত্রগুলো ও সংস্কার-আন্দোলন কালীন ধর্মতত্ত্ব উভয়ের মত সমৃদ্ধ সম্পদ থেকে আনীত। হয়তো এই বিবৃতি এবং এর সাথে সংযুক্ত ঘোষণা ও প্রত্যাখানের ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ মসীহি-তত্ত্বের মত জটিল বিষয়ে আরও আলোচনা ও আলোকপাতের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। হয়তো এই বিবৃতিটি নিজেই মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উপকারী প্রমাণ করতে পারে। এই বিবৃতিকে সাধারণের আবৃত্তির উপযোগী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা চাই এই বিশ্বাস-সূত্রটির সম্মুখীন হওয়া প্রত্যেকেই জানুক যে "ঈসা মসীহ্ প্রভু।"

বিবৃতি

বিবৃতিটি ছয়টি স্তবক বা অংশে রচিত হয়েছে। প্রথমটি স্বীকার করা ও আনন্দ করা: এ দু'টো প্রধান ক্রিয়াপদ দিয়ে মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ্ পাক-কিতাবের পাতায় পাতায় নিজেকে ও তাঁর ইচ্ছা উভয়ই প্রকাশ করেছেন। তথাপি, এখনও "গোপন বিষয়গুলো" আছে যা একমাত্র তাঁরই অধীন (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)। ধর্মতত্ত্বের কাজে আমাদের সর্বদা আমাদের সীমাবদ্ধতা মনে রাখতে হবে। তাই আমরা সুসমাচারের রহস্য ও বিস্ময় স্বীকার করেই শুরু করি। এই বিবৃতির প্রাথমিক দৃষ্টি মাংসে মূর্ত্তিমান হওয়ার দিকে, যাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে 'বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন' বাক্যাংশ দিয়ে সংজ্ঞায়িত করি। মসীহের ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে মসীহের কাজের দিকে নিয়ে যায়, তাই আমরা সম্মিলিতভাবে মসীহের নাজাতের কাজে আনন্দ করি।

দ্বিতীয় স্তবকটি মসীহের সত্যিকার আল্লাহত্বে জোর দেয়, তাঁকে মহান ত্রিত্ব-আল্লাহ্‌র ব্যক্তিদের মধ্যে সমানভাবে অবস্থান করে দেখে। এই স্তবকটি স্যালসেডোনীয় রূপরেখা থেকে স্যালসেডোনীয় সূত্রের পুনরাবৃত্তি দিয়ে শেষ হয়। মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া থেকে, মসীহ্ এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টো স্বভাব-বিশিষ্ট ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন।

মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা তৃতীয় স্তবকের মূল বিষয়, মসীহের সত্যিকার মানবত্বে জোর দেয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইম্মানুয়েল, মানে "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্" (মথি ১:২৩) । এখানে আমরা তাঁর মৃত্যু, সমাধি, পুনরুত্থান, বেহেশতে আরোহণ ও দ্বিতীয় আগমনকে স্বীকার করি। এগুলো মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়ার ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

মাংসে-মূর্ত্তিমান বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক সত্যতাগুলো চতুর্থ বিভাগে দেখা যায়, যেগুলো সংস্কার-আন্দোলনের সময় থেকে পুনরুদ্ধারকৃত সত্যতার ভিত্তিতে রচিত। আমাদের জন্য, ঈসা সিদ্ধভাবে বাধ্য ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা পালন করলেন (সক্রিয় বাধ্যতা) এবং ব্যবস্থার শাস্তির মূল্য (নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা) পরিশোধ করেছেন। তিনি ছিলেন নিদাগ মেষশাবক, আমাদের পক্ষে যিনি বিকল্প প্রায়শ্চিত্ত হলেন। তিনি সমস্ত মানবজাতির সামনে আসা পবিত্র আল্লাহর ক্রোধের মত সবচে' জরুরী সমস্যার সমাধান করেছেন। আরোপণের মতবাদ ঘোষণা দিয়ে এই স্তবকের সমাপ্তি হয়। আমাদের গুনাহগুলো মসীহের কাছে আরোপীত বা তাঁর হিসেবে গণিত হয়েছে, আর তাঁর ধার্মিকতা আমাদের কাছে আরোপীত হয়েছে। মসীহ্ আমাদের জন্য একক ও অনন্য হিসেবে যা করেছেন, তার জন্যই আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে। আমরা তাঁর ধার্মিকতা পরিহিত হয়েছি।

মসীহের ত্রিমূখী কর্মক্ষেত্র (munus triplex) এক সাহায্যকারী ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো যা সংক্ষিপ্তভাবে মসীহের কাজ প্রকাশ করে। নবি, ইমাম ও বাদশাহ্, পুরাতন নিয়মে এ তিনটি কর্মক্ষেত্রের আলাদা আলাদা মধ্যস্থতামূলক ভূমিকা ছিল। ঈসা তাঁর এক ব্যক্তিতে এই তিনটি একত্রিত করেন, এবং প্রত্যেকটি তিনি সিদ্ধভাবে চর্চা করেন। এখানে আমরা কেবল ক্রুশের উপর অতীতে মসীহের মধ্যস্থতামূলক কাজের প্রতিফলন দেখাই নি, বরং পিতার দক্ষিণ পাশে আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর বর্তমান কাজ নিয়েও আলোকপাত করেছি।

সমাপনী স্তবকটি সেই একক সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তিকে নিশ্চিত করে: ঈসা মসীহ্ প্রভু। সমস্ত প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব আল্লাহর বন্দনা-গীত, বা এবাদতের দিকে চালিত করে। শেষের দিকে বিবৃতিটি প্রশংসা করার মত প্রধান ক্রিয়া দিয়ে শেষ হয়। এখন মসীহের এবাদত করে, আমরা আমাদের অনন্তকালীন কাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ঘোষণা ও প্রত্যাখানর ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ

এই বিবৃতির বাক্যাংশগুলো মসীহ্-তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রবেশ-দ্বার, যা মসীহের ব্যক্তি ও কাজের উপর কিতাবের শিক্ষার সমৃদ্ধি অন্বেষণকে আমন্ত্রণ জানায়। আমাদের আরও পথ-প্রদর্শনের জন্য, ঘোষণা ও প্রত্যাখানের ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে, প্রতিটিতে কিতাবি প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। একটি প্রধান টেক্সট প্রতিটির জন্য লেখা হয়েছে, তবে অন্যান্য সহায়ক টেক্সটগুলোও দেয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো মসীহের ব্যক্তি ও কাজের প্রসঙ্গে বাইবেলের শিক্ষার সীমারেখা টেনে দেয়।

অনুচ্ছেদ ১ মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া ঘোষণা করে, মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ২ মসীহের সত্যিকার আল্লাহত্ব ঘোষণা করে, এবং অনুচ্ছেদ ৩-৫ বাইবেলের এক-ব্যক্তি, দ্বি-স্বভাবসম্পন্ন মসীহি-তত্ত্ব তুলে ধরে। অনুচ্ছেদ ৬-৯

মসীহের সত্যিকার মানবত্ব উন্মোচন করে। অনুচ্ছেদ ১০-২৬ মসীহের ব্যক্তি থেকে মসীহের কাজের দিকে নিয়ে যায়। এগুলো নাজাতের মতবাদগুলোর নিশ্চয়তা দিয়ে শুরু হয় এবং মসীহের ত্রি-মূখী কর্মক্ষেত্র চিত্রিত করে শেষ হয়।

প্রত্যাখানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সহনশীলতার যুগে কোনো বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করা অভদ্রতা, কিন্তু ঘোষণা ও প্রত্যাখানের অনুচ্ছেদগুলো কোনো অহংকারী অনুমানের অনুশীলন নয়। বরঞ্চ, মণ্ডলীকে বাইবেলের শিক্ষার নিরাপদ ও সমৃদ্ধ সীমার মধ্যে থাকতে সাহায্য করার আশায় দেয়া হয়েছে। ২ ইউহোন্না ৯ ঘোষণা করে, "যে কেউ অগ্রে চলে, এবং মসিহের শিক্ষাতে না থাকে, সে আল্লাহকে পায় নি।" এটি মসীহ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষার আগে যাওয়া বা আল্লাহ্‌র বাক্যে প্রকাশিত মসীহ-তত্ত্বের নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়া বোঝায়। যখন ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ বিবৃতিটির বিভিন্ন লাইনের ব্যাখ্যা দেয়, তখন অনুচ্ছেদগুলো নিজেই মসীহ্ সম্বন্ধে বাইবেলের গভীর শিক্ষার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ নতুন আরেকটি বিবৃতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যথার্থই প্রশ্ন করতে পারেন। এটি ভাল প্রশ্ন। সেই লক্ষ্যে, আমরা এই বিবৃতির তিনটি কারণ পেশ করছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি প্রাচীন ও বর্তমান উভয় সময়কার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বর্তমান মণ্ডলীর এবাদত ও শিক্ষার কাজে সহায়ক হবে। আমরা আরও বিশ্বাস করি, যারা সুসমাচারের সেবা-কাজ নিয়োজিত, তাদের জন্য পরিচর্যা-কাজে অন্যান্য সত্যিকার অংশীদারদের স্বীকৃতি প্রদানে সাহায্য করবে। অবশেষে, আমরা অনুভব করি যে মণ্ডলীর জন্য চ্যালেঞ্জিং সময় দিগন্তে দৃশ্যমান, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিবৃতিটি আমাদের সকলকে সুসমাচারের সারমর্ম মনে করিয়ে দেবে – যাতে রয়েছে এর সৌন্দর্য, এর আবশ্যকীয়তা ও এর জরুরী দিক। নীচের কারণগুলোর প্রতিটি বিবেচনা করুন:

এবাদত এবং শুদ্ধির জন্য

লিগনিয়্যার বিনীতভাবে মণ্ডলীর জন্য এই বিবৃতি পেশ করছে। প্রথম শতাব্দী থেকে, খ্রিষ্টানরা মণ্ডলীর এবাদতে বিশ্বাস-সূত্র ব্যবহার করে আসছে। এই বিশ্বাস-সূত্রটি একই উদ্দেশ্যে কাজ করবে, এই প্রত্যাশা করি। বাইবেলের শিক্ষার বিশাল দিগন্ত অনুসন্ধান করার জন্য বিশ্বাস-সূত্র শিক্ষাদানে সহায়ক মাধ্যম হতে পারে। এও আশা করা যায়, এই বিবৃতিটি ও ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ বাইবেলের আরও অধিকতর অন্বেষণ ও প্রতিফলনের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মসীহের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে মতবাদ মণ্ডলীর পরিচিতি ও আত্মিক সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। মণ্ডলীর প্রতিটি প্রজন্মকে মসীহের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে মূলধারার শিক্ষা নতুন করে অধ্যয়ন ও ঘোষণা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, বিবৃতিটি এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করতে পারে।

সুসমাচারে সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য
বিশ্বজুড়ে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মণ্ডলী, সংগঠন ও আন্দোলনের সংখ্যা বাড়ছে – এর অনেকগুলো সুসমাচারকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে। মাঝে মাঝে সুস্থ অংশীদারিত্ব ও সহযোগীদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়। হয়তো এই বিবৃতিটি মসীহেতে সহ ভ্রাতা-ভগ্নিদের সনাক্ত করতে এবং সুসমাচারের জন্য সাধারণ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে কাজ করতে পারে।

ঠিক এমন এক সময়ের জন্য
অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি টাউনে সাক্ষ্যমরদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে, যা থমাস ক্র্যানমার, নিকোলাস রিডলি ও হিউ ল্যাটিমারের মতো ব্রিটেনের অসংখ্য সংস্কারকদের আত্মত্যাগের স্মরণার্থে নির্মিত। এই সৌধ তাদের সম্পর্কে তুলে ধরে যে তারা তাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলার জন্য সঁপে দিয়েছিলেন, এগুলো পবিত্র সত্যের সাক্ষ্য বহনকারী, যে সত্য তারা রোমের চার্চের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন ও ধারণ করেছিলেন, এবং তারা আনন্দ করেছেন যে, মসীহেতে সত্য কেবল বিশ্বাস করলেই হবে না, কিন্তু তাঁর কারণে যাতনাও ভোগ করতে হবে।

তারা ঈসা মসীহের সুসমাচারের পবিত্র সত্যে বিশ্বাস করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন ও ধারণ করেছিলেন। এই সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য, তারা এগুলো ঘোষণা করেছেন, এর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এমনকি সেগুলোর জন্য যাতনা-ভোগ করেছিলেন। বহু শতাব্দী ধরে, এই সংস্কারকদের সাথে অনেকে যুক্ত হয়েছেন। আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ মণ্ডলী ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। এটি কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মসীহেতে ঈমান আনবার জন্য, কষ্ট ভোগ করবার জন্য আহবান করা হতে পারে। অপ্রস্তুত থাকাটাই হবে অবিজ্ঞতাপ্রসূত, এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অপ্রস্তুত রাখাটাও অবিজ্ঞতাপ্রসূত কাজ।

আসলে, মসীহের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কিত এই সত্যগুলো বিশ্বাস, ঘোষণা, ধারণ করার যোগ্য এবং যাতনা-ভোগ করার যোগ্য। মসীহেতেই জীবন।

মসীহের পার্থিব জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছিল যখন সকল জনতাই তাকে পরিত্যাগ করেছিল, এবং তাঁর সাথে তাঁর শিষ্য-দল কেবল ছিল। তারাও তাঁকে পরিত্যাগ করবেন কিনা তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পিতর দলের পক্ষে বলেছিলেন:

"প্রভু, কার কাছে যাব? আপনার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে; আর আমরা বিশ্বাস করেছি এবং জ্ঞাত হয়েছি যে, আপনিই আল্লাহ্‌র সেই পবিত্রজন" (ইউহোন্না ৬:৬৮-৬৯)। এর কিছু সময় পরেই, বারোজনের মধ্যে একজনের সন্দেহ হয়েছিল। ঈসাকে ক্রুশে হত করা হয়েছিল এবং কবর দেয়া হয়েছিল। তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষিও ছিল, কিন্তু থোমা সন্দেহ করেছিলেন। তারপর ঈসা থোমার কাছে দেখা দিলেন। তিনি মসীহের ক্ষতগুলো স্পর্শ করেছিলেন, যে ক্ষতগুলো তিনি আমাদেরই গুনাহের জন্য সহ্য করেছিলেন। থোমা স্বীকার করলেন, "প্রভু আমার, আল্লাহ আমার!" (ইউহোন্না ২০:২৮)।

এতেই আমাদের ঈমান। এতেই আমাদের স্বীকারোক্তি।